International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.20-26
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.20-26

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নীরা"র নীরব জীবন:

রিংকু দাস

এমফিল, রিসার্চ স্কলার, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলকাতা, ভারত

Abstract:

When we remember the freedom movements of India, our mind gets excited. We become burdened, remembering the heroic revolutionaries. India's freedom was the sacrifice of thousands of life, sacrifice of revolutionary and blood shed. As a result we got a test of India's freedom. But the question is, how many of us know about these freedom fighters or remember their names. In most cases, only a few freedom fighters are known to us or found in the pages of history. But on the other hand, it can be observed that there are many brave women freedom fighters who remain unknown to us forever. But we must remember that India's Independence would not have been possible without their total participation and self sacrifice. There are many such unknown women revolutionaries, among whom Neera Arya is notable revolutionary women. The mighty sacrifice on the freedom struggle was shrouded in deep darkness. Talking about Neera,freedom fighter Netaji called her "Neera Nagin". Even 21st century we are still not aware of his contribution to the freedom movement. The main aim of this easy is to analyze the role of these unknown heroic women's freedom fighters especially unsung Neera in the freedom movements and at the same time to analyses the participation and sacrifice of Neera in the revolutionary movements. And also to explore how the sacrifices of Neera's silent life after independence were neglected.

Keywords: Freedom, Participation, Self-Sacrifice, Revolution, Neera Nagin.

পরাধীন ভারতবর্ষে কবি রঙ্গলাল বলেছেন-

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চাইরে,
কে বাঁচিতে চায়।

হ্যাঁ ঠিকই, স্বাধীনতাহীনতায় কে থাকিতে চায়, না আমরা না আমাদের এই মাতৃভূমির দেশ। তাইতো এই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে, আমাদের সংগ্রামী বীর-বিরাঙ্গনরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দলমত নির্বিশেষে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা মনে করতেই আমাদের মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আমাদের হৃদয় ভাবিত হয়ে ওঠে রক্তাক্ষয়ী স্বাধীনতার বিপ্লবীদের কথা মনে করে। কেননা ভারতের স্বাধীনতার সাথে জড়িত ছিল সহস্র জীবনের বলিদান, বির-বিরাঙ্গনাদের আত্মত্যাগ এবং শতাধিক ঝরে যাওয়া তাজা প্রাণের রক্তের বিনিময়ে। তাই আমরা ভারতের স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের

মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছিল। তবে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় , আমরা কতজনই বা এই স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বীরাঙ্গনা দের কথা স্মরণে রাখি বা তাদের নাম, মহাত্ম্য মনে করি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমরা হাতে গোনা কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরাঙ্গনাদের জানি বা তাদের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাই। মাতঙ্গিনী হাজরা, ঝাঁসি রাণী লক্ষ্মী বাঙ্গ, প্রীতিলতা ওয়েদ্দার, কল্পনা দত্ত, বিনা দাস ,সুচেতা কৃপালিনী, কমলা নেহেরু, লক্ষ্মী স্বাগল, রানী গাইডেনলু, প্রমূখ নারীরা তাদের স্বাধীনচেতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছেন আজও। অপরদিকে দেখলে লক্ষ্য করা যাবে যে, এমন অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরাঙ্গনা নারীরা রয়েছেন যারা আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গেছে, যারা উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে আমাদের ইতিহাস বইয়ের শেষ পাতাটিতেও। তবে তাঁরা অকাতরে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছিল দেশের সেবায় এই মাতৃভূমির স্বাধীনতায়। অজানা এই বিপ্লবী বীরাঙ্গনাদের জীবনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে হয়তো আমরা এখনো অবগত হতে পারিনি বা তাঁরা অজানাই থেকে গেছে চিরতরে । তবে অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের সামগ্রিক বলিদান, আত্মত্যাগ ছাড়া যে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সম্ভব ছিল না তা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিতেই হয় আজ। এরকম বহু অজানা বীরাঙ্গনা নারীরা ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন সেই অজানা বিপ্লবী বীরাঙ্গনা নারী "নীরা আর্য"। ইনি হলেন সেই নীরা আর্য যিনি মাতৃভূমির জন্য নিজেকে স্বার্থহীন ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বীর নেতাজি যাকে "নীরানাগিন" বলেও আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম গুপ্তচর মহিলা। এই বীরাঙ্গনা নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫ই মার্চ 1902 সালে, তৎকালীন ভারতের অধুনা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বাগপথ জেলার অন্তর্গত খেড়া গ্রামে। তাঁর বাবাছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শেঠ ছাজ্জুমল। সেই সুবাদেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতাতেই। নিরার বাংলার পাশাপাশি হিন্দি, ইংলিশ ভাষাতেও দক্ষতা ছিল।শিক্ষিকা বাণী ঘোষ তাকে সংস্কৃত ভাষাও শেখাতেন। নীরার শিক্ষাজীবন যেহেতু বাংলাতেই ছিল সেই সময় বাংলার মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, আর ছোট বেলা থেকেই নীরার মধ্যে ছিল দেশাত্মবোধের উন্মাদনা এবং মাতৃভূমিকে স্বাধীন দেখার জন্য চোখে ছিল স্বপ্ন আর এই বাংলাতে এসেই তিনি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজির মতাদর্শে আদর্শিত হয়েছিলেন। আমরা জানি যে, সে সময়কলে ভারতের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দু'খন্ডে বিভক্ত ছিল। চরমপন্থী ও নরমপন্থী। একদল বিশ্বাস করতো, অহিংসার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব অপরদিকে আরেক দল বিশ্বাস করতো শুধু মাত্র অহিংসার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নয়, আর বীর বিপ্লবী নেতাজির মূলমন্ত্রই ছিল "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব"। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে ভারতের বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি গঠন করা হয়েছিল বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য, দেশেকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালে জাপানে গঠনকরা "আজাদ হিন্দ বাহিনী" পরে ১৯৪৩ সালের ২১ শে অক্টোবর যার নাম হয় "আজাদ হিন্দ ফৌজ" বা "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি" আর এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীর বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। এই আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি মহিলা ইউনিট ছিল "ঝাঁসির রানী রেজিমেন্ট"। এই রেজিমেন্টের একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন নীরা আর্য। তিনি বিয়ের পরই এই রেজিমেন্টের যোগদান করেন, যখন তার বাবা ইংরেজ সেনাবাহিনীর পদস্থ সিআইডি অফিসার শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাসের সাথে বিবাহ দেন। এর পরেই তিনি রেঙ্গুনে স্বামীর সাথে চলে যান, তবে এই রেঙ্গুনটি ছিল ঝাঁসি রানী রেজিমেন্টের একটি ট্রেনিং সেন্টার। এছাড়াও রেঙ্গুনের সাথে ছিল সিঙ্গাপুর ও ব্যাংককে ট্রেনিং ক্যাম্প। এই আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসি রানী রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

আরেক বীরাঙ্গনা নারী লক্ষ্মী সেওগল । এই রেজিমেন্টে সবাইকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, যার মধ্যে মার্শাল আর্ট, গ্রেনেড ছোড়া, আগ্নেয় অস্ত্র চালানো ইত্যাদি। এই আজাদহিন্দ ফৌজ ছিল শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ, যার সূচনা হয়েছিল নীরা আর্যকে দিয়েই, তিনি আজাদহিন্দ ফৌজের প্রথম মহিলা গোয়েন্দা ছিলেন। তিনি ছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন সরস্বতী রাজমনি, দুর্গা মোল্লা, মান্যবতী আর্য আরো অনেকে। এই গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বীরাঙ্গনা মহিলারা বিভিন্ন কাজের আছিলায় ব্রিটিশ দের ক্যাম্প, ইংরেজদের গৃহে প্রবেশ করতেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাতেন। তারা ঘরের কাজ থেকে শুরু করে কাজের লোক হিসেবে বা কখনো বৃহন্নলতা বা কখনো নর্তকী সেজে সেখানে প্রবেশ করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো নেতাজির কাছে পাঠাতেন। এসব কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ ধরা পড়ে যেতো, তাদের আগের থেকেই বলা থাকত নথিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে এবং পিস্তল চালিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে নিতে। বীরাঙ্গনারা রেজিমেন্টের এই কঠোর নিয়মাবলি হাসিমুখে মেনে নিত এই মাতৃভূমির জন্য।

নীরা তাঁর আত্মকথায় (হিন্দি পকেট বুক প্রকাশিত ১৯৬৯), একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, একদিন অসতর্ক হওয়ায় ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল দুর্গা মোল্লা, আত্মহত্যা করার সুযোগও পায়নি তিনি, যার জন্য দুর্গার উপর চলছিল অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার। তাকে উদ্ধার করার জন্য ব্রিটিশ ক্যাম্প অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নীরা আর্য ও সরস্বতী রাজমণি। নর্তকী সেজে তারা ঢুকে পড়েছিল ব্রিটিশ শিবীরে, যেখানে বন্দী রাখা হয়েছিল দুর্গাকে। নেচে গান করে তারা অফিসারদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তার সাথে সাথে এই দুই বীরাঙ্গনা অফিসারদের আফিম খাইয়ে নেশায় আচ্ছন্ন করে রেখে, বন্দি দুর্গাকে শিকলমুক্ত করে, তাঁরা নিয়ে এসেছিল শিবিরের বাইরে, তখনি এক ব্রিটিশ সেনা তাদের দেখে ফেলায় সাথে সাথে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, আর গুলি লেগেছিল সরস্বতী রাজমণির পায়ে। রক্তাক্ত সরস্বতীকে নিয়ে নীরা ও দূর্গা হারিয়ে গিয়েছিলেন অরণ্যের গভীরে। কিছুক্ষণ পরেই ব্রিটিশ সেনারা অরণ্য জুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে, সেই সময় অরণ্যের উঁচু একটি গাছে উঠে পড়েছিল এই তিন বীরাঙ্গনা নারী। জঙ্গল থেকে তাদের কানে ভেসে আসছিল জঙ্গল তোলপাড় করার চিরনি তল্লাশির আওয়াজ কিন্তু গুলি খাওয়া এক নারী যে তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে উঁচু গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি ব্রিটিশ সেনারা, পরে তাঁরা ফিরে গিয়েছিল তাদের শিবিরে। এই গাছের ওপর কেটে গিয়েছিল তাদের তিন দিন তিন রাত। এই তিন রাত- দিন তাদের না ঘুমিয়ে না খেয়ে, রক্তাক্ত অবস্থায়, ভয়াবহতায় কেটে গিয়েছিল, তবে তাঁরা বেঁচে ফিরেছিল রেজিমেন্টের ক্যাম্পে এই দেশের জন্যে এই দেশমাটির জন্যে।

তবে নীরা ও দুর্গার সব থেকে বেশি চিন্তা ছিল স্বরস্বতী কে নিয়ে কারণ তার পায়ে গুলির ক্ষত তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। বাধ্য হয়ে তিন দিন পরে গাছ থেকে নেমে ক্যাম্পে ফেরার পর শুরু হয়েছিল সরস্বতীর চিকিৎসা, সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন সরস্বতী। দুঃসাহসী অভিযানের জন্য নীরা ও সরস্বতীকে নেতাজি পুরস্কৃত করেছিলেন। সরস্বতী রাজমণি হয়েছিলেন ঝাঁসি বাহিনীর লেফটেন্ট ও নীরা আর্য হয়েছিলে রেজিমেন্টের "ক্যাপ্টেন"। এভাবেই ভারতীয় নারীরা বিভিন্ন সময় তাঁরা নিজেদের আত্মবলিদান করে গিয়েছেন দেশের স্বাধীনতায়।তবে যখন দেশ স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে তখন আমরা হাতে গোনা কয়েকজন শহিদ, বীর বিপ্লবী, বীরাঙ্গনা দের কথা আমরা জানি। বেশির ভাগ বীরাঙ্গনরা আধারেই থেকে গেছেন এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে।

আবার এইদিকে স্ত্রী ঝাঁসির রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন সে কথা জানতে পেরেছিলেন গোয়েন্দা স্বামী শ্রীকান্ত। তাতে তিনি বেজায় খুশি হয়েছিলেন কারণ ব্রিটিশরা তার উপর একটি গুরু দায়িত্ব দিয়েছিল , বীর ভারত মায়ের সন্তান নেতাজিকে হত্যা করা ও তাঁর উপর গোয়েন্দাগিরি করার। কিন্তু কার্যত তা ছিল অসম্ভব, কারণ নেতাজি তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জঙ্গলের এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াতেন, ক্ষণে ক্ষণে স্থান বদলাতেন। শ্রীকান্ত বুঝেছিলেন স্ত্রী নীরাকাকে নজরবন্দী করলেই পৌঁছানো যাবে নেতাজীর কাছে। এভাবেই শ্রীকান্ত জয়রজ্জন দাস পেয়ে গেছিলেন নেতাজীর খোঁজ, কারণ ১৯৪৩ মলয়রাজের উপহার দেওয়া বড় সিলিন্ডারের গাড়ি করে বার্মার অরণ্যপথে সফর করেছিলেন নেতাজি, চালকের আসনে ছিলেন নেতাজীর বিশস্ত সঙ্গী ও দেহরক্ষী নিজামুদ্দিন যাকে নেতাজী কর্ণেল উপাধিও দিয়েছিলেন।

২০১৬ সালে টেলিগ্রাফ পত্রিকাতে ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন কর্নেল নিজামুদ্দিন নিজেই। নেতাজি কে নিয়ে যখন অরণ্য ঘেরা পথে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ লক্ষ করলাম ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে একটি বন্দুকের নল কেউ একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল নেতাজির সামনে, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান ফেরার পর দেখি নেতাজি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সাইগল আমার শরীর থেকে বুলেট বের করে নিয়েছিলেন সেদিন বেঁচে গিয়েছিলেন নেতাজি কারণ নীরা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে জানতে পেরেছিল যে তাঁর স্বামী উপরই দায়িত্ব ছিল নেতাজী কে হত্যা করার। নেতাজিকে বাঁচাতে নীরা আর্য নিজেই নিজের মাথার সিঁদুর নিজ হাতে মুছে দিয়েছিলেন, বেয়নেট বা ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত হেনে নিজের স্বামীকে হত্যা করেছিলেন দুঃসাহসী নীরা, তাঁর হাত কাঁপেনি একটুও। এই ঘটনার পরে নীরা আর্যকে নেতাজী "নীরানাগিন" বলেই ডাকতেন। এভাবেই সাহসী নীরা তাঁর জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন দেশাত্মবোধে। আত্মত্যাগ করেছিল দেশ সেবায়, এই দেশ মাতৃভূমির জন্যে। তবে একটা প্রশ্ন রয়ে যায় এই বীরাঙ্গনা নীরাকে আমরা কত জনই বা চিনি বা স্বামীর এই আসামি "নীরানাগীনি" কে কতজনই বা জানতে পেরেছি?

তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পরাজয়ের ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। মিত্রশক্তির হাতে ধরা পড়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের হাজার হাজার সেনা- সেনানী। তাদের একটি বড় অংশকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল দিল্লির লালকেল্লায়, শুরু হয়েছিল সেনানিদের বিচার ১৯৪৫ এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের মে মাস পর্যন্ত চলছিল বিচারকার্য। বেশিরভাগ সেনা-সেনানীদের মুক্তি দিলেও মুক্তি পাননি বীর সেনানী নীরা। ব্রিটিশ বাহিনীর বিশ্বস্ত অফিসার শ্রীকান্তজয়রজ্জন দাস কে এবং নিজের স্বামীকে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দণ্ডিত করা হয়েছিল নীরাকে, কালাপানি সাজা দেওয়া হয়েছিল তাকে। দণ্ড ঘোষণার পরেই নীরাকে প্রথমে পাঠানো হয়েছিল কলকাতার কারাগারে পরে সেখান থেকে জাহাজ করে নীরা কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আন্দামানের সেলুলার জেলে।

তার আত্মকথায় তিনি যেভাবে তাঁর ব্রিটিশ কারাগারের জীবন বর্ণনা করেছিলেন তা শুনলে আমাদের শিউরে উঠতে হয়, রক্তাক্ত হয় আমাদের হৃদয়। আন্দামান সেলুলার জেলে নিয়ে যাওয়ার পর নীরাকে রাখা হয়েছিল ছোট্ট একটি কুঠুরিতে।আমরা জানি যে কালাপানির সাজা পাওয়ার থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। কেননা কুঠুরি গুলিতে বন্দীদের সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করা হতো না ব্যাবহার করা হতো পৈশাচিক পশুদের মতো। বন্য জন্তুর মতই নীরাকে প্রথম দিনে বেঁধে রাখা হয়েছিল, গলায় বাধা ছিল চেন হাতে পায়ে পরানো ছিল শেকল লাগানো বেরি। নীরাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। প্রথমে কম্বলও দেওয়া হয়নি, নীরা ঠান্ডায় কাঁপতে

কাঁপতে ঘুমে ঝুলে পড়েছিল পরিশ্রান্তা নীরা, কেননা এত ঠান্ডায় সে থাকতে পারছিলো না, পরে রাত ১২' টায় অন্ধকারে এসে একজন কম্বল ঢিল মেরে ছুড়ে চলে যায়।কম্বলখানি পাওয়ায় নীরা একটু শান্তির ঘুম পেয়েছিল তবে স্বপ্ন দেখছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতার।

রাতটা নীরার এভাবে কেটে গেলেও সকালবেলায় জুটে ছিল শুধু ফুটন্ত খিচুড়ি তার ঠিক পর পরেই একজন কামারকে সঙ্গে নিয়ে কঠুরিতে ঢুকেছিলেন জেলার। কামার কাটতে শুরু করেছিলেন হাতের বেরি, হাতের চামড়া কেটে উঠে এসেছিল নীরার। নীরা বুঝতে পেরেছিল ইচ্ছা করে তাকে আঘাত করেছে ওই বেদেশি প্রভুভক্ত ভারতীয় কামার তবুও যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছিলেন কিন্তু পায়ের বেরি কাটতে গিয়ে পায়ের হাড়ে হাতুড়ি মারতে শুরু করেছিলেন কামার, চিৎকার করে উঠেছিলেন নীরা, আর তৎক্ষনাৎ বলেফেলেছিলেন তুমি কি অন্ধ, পায়ে হাতুড়ি মারছো? কামার অশ্লীলভাবে নীরার বুকের দিকে তাকিয়ে বলেছিল পায়ে কেন? দরকার হলে তোমার বুকেও হাতুড়ি মারতে পার, তুমি কিছুই করতে পারবে না। নীরা তা শুনে বলেছিল আমি জানি, আমি তোমাদের ক্রীতদাস! তোমরা যা খুশি করতে পারো আমাকে নিয়ে। এরপরেই এক মুখ থুতু ছুঁড়ে দিয়েছিল কামারের মুখে, তা দিয়ে সাহসী নীরা বলেছিল মেয়েদের সম্মান করতে শেখো? তবে ঘটনাটি উপভোগ করছিল জেলার, আর সব দেখছিল ,পরে জেলার রেগে গেয়ে বলেছিল নেতাজি কোথায় আছে সেটা বলে দাও, আমরা তোমায় ছেড়ে দেব। নীরা বলেছিলেন সারা বিশ্ব জানে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন আপনারা জানেননা? উত্তর শুনে জেলার বলেছিলেন তুমি মিথ্যা কথা বলছো। তখন নীরা বলেন, হ্যাঁ নেতাজি বেঁচে আছেন আমাদের বুকে, আমাদের হৃদয়ে, আমার বুকে। এই কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে জেলার বলেছিলেন সুভাষ বোস যদি তোমার বুকে থাকে তাহলে সেখান থেকেই আমরা তাকে বের করে আনব। তারপর জেলার নীরাকে অমানুষিকভাবে বন্যজন্তর মতো মারতে শুরু করেছিলেন, ছিড়ে দিয়েছিলেন ভারতমায়ের আঁচল। জেলার নীরার দুহাত ধরে কামারের দিকে ইশারা করেছিলেন কামার তার বাক্স থেকে বের করেছিলেন নারীদের উপর নির্মম নির্যাতন করার "মধ্যযুগীয় যন্ত্র" বা "ব্রেস্ট রিপার"। এই যন্ত্রটি আগুনে লাল করে নিয়ে নারীদের স্তন উপরে নেওয়া হতো সে সময়ে।জেলার কামারকে যন্ত্রটি বেরকরার জন্য ইশারা করলো। কামার তা বুঝে নীরার বুকে বসিয়ে দুই হাতে প্রবল চাপ দিতে শুরু করেছিল নীরাকে, যন্ত্রের আঘাতে নীরার ডান "স্তন" উঠে এসেছিল।নীরা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠেছিলো, তাঁর এই আত্মচিৎকার সেদিন শুনতে পেয়েছিল সেলুলার জেলের বন্দি থাকা সমস্ত কয়েদিরা। রক্তাত অবস্থায় নীরার প্রায় জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছিল সাথে সাথে শুনতে পারছিল জেলারের কণ্ঠে, আবার মুখে মুখে তর্ক করলে অন্য বেলুন টিও উপরে নেওয়া হবে। ধন্যবাদ দাও কুইন ভিক্টোরিয়াকে বেস্ট রিপার টিতে আগুনে গরম করা ছিল না নেহাত। এই বর্বরোচিত নির্যাতন শেষ ছিলনা নীরার, এর পরেও সেলুলার জেলে আরো অনেক পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল নীরাকে, সারা শরীর রক্তে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল নীরা তবুও আহত -রক্তাত নীরা দিন গুনছিল স্বপ্ন দেখছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতার। স্বাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখবেন তার এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে তাঁর মাতৃভূমি।

নীরার আন্দামান আসার এক বছর পর স্বাধীন হয়েছিল ভারত। স্বাধীন হয়েছিল এই মাতৃভূমির দেশ। আর স্বাধীন হয়েছিল নীরাও, আর মুক্তি পেয়েছিল নীরা ব্রিটিশ দের পৈশাচিক অত্যারচার থেকে। তবে নীরার এই দেশ, এই মাতৃভূমি তাঁকে তার সেই সম্মান টুকুও দেয়নি।নীরা অভিমানে সাধারণের ঘরে, সাধারণের ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গিয়েছিল, এই অসাধারণ বিরাঙ্গনা সাহসী নীরা। বহু দশক পরে নীরা আর্যকে খুঁজে

পাওয়া গিয়েছিল হায়দ্রাবাদের ফলকনুমা বস্তির এলাকায়। স্বাধীন ভারতের ফুল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছিল নীরাকে, যেখানে দারিদ্রতা ছিল ছায়া সঙ্গী। থাকতেন বস্তির একটি চালা ঘরে। বস্তির লোকেরা তাকে ডাকতেন "পেদাম্মা" বা ঠাম্মা বলে।

পরবর্তীকালে তাঁর পরিচয় জানার পর ভারত সরকার থেকে সরাসরি পেনশন দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছিল অভিমানী নীরা। এভাবেই হত দারিদ্র্যতায় স্বাধীনতার পরবর্তী জীবন কেটেছিল নীরার, না কোন ক্ষমতা না কোনো পদ পাওয়ার লোভ লালসা ছিল নীরার, তাই হয়তো অসাধারণ হয়েও সাধারণের সাথে মিশে গিয়েছিলেন নীরা। তাই হয়তো এই অসামান্য নীরাকে আমরা জানতে পারিনি। এভাবেই একদিন ১৯৯৮ সালের ২৬ শে জুলাই হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া হাসপাতালে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। এই ৯৬ বয়সি বীরাঙ্গনা সাহসী নারী নীরা আর্য'র, হারিয়ে গিয়েছেন তিনি নিস্তব্ধতায় নীরাবতায়। তবে নীরার শেষকৃত্যে ছিলনা কোনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা, জোটেনি কোনো গানস্যালুট না জুটেছিল সরকারী কোনো কর্মকরতা দ্বারা সাদা ফুলের শেষ মালাটি। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন সেখানকার স্থানীয় সহৃদয় সাংবাদিক চৌধুরী তেজপাল সিং ধামা ও তাঁর সহযোগী এম.এফ হোসেন তাদের নিজ টাকায় । তিনিই দিয়েছিলেন নীরাকে সাদা ফুলের শেষ মালাটি, শ্রদ্ধা জানিয়েছিল তারা, ফেলেছিল দু' ফোটা চোখের জল। শেষ বেলায় নীরার বস্তির কুরে ঘরটিকেও ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ নীরার কোনো যাওয়ার জায়গা ছিলনা, স্বাধীনতার পরবর্তী নীরার একুলে-দুকুলে ছিলনা কেউ, যে ঝুপড়ি তে নীরা ছিলেন সেটিও ছিল সরকারী জমির ওপর। তাই সরকারপক্ষ থেকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল নীরার শেষ সম্বল স্মৃতি টিকেও, যেখানে তিনি দিনযাপন করতেন।তখনি নীরার হৃদয় আরেকবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাঁর এই স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। সেদিনই হয়তো নীরা বুঝতে পেরেছিলেন, যে মাটি কে সে নিজের মনে করেছিল, যে মাতৃভূমি কে সে মা বলতো, যে দেশের জন্য তাঁর এত আত্মত্যাগ, বলিদান, যে দেশের জন্য সহ্য করেছিল বৃটিশদের দ্বারা পৈশাচিক পশুদের মতো বর্বরোচিত অত্যাচার , সহ্য করেছিল নির্যাতন, নিজ হাতে নিজ স্বামী কে সে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছিল যে দেশের জন্য, যে দেশের জন্য ঝরিয়ে ছিল সে রক্ত, সেই দেশ - সেই মাতৃভূমিও তাঁর ছিলনা শেষ বেলায় । তবে নীরা আর্য কে নিয়ে বর্তমান সময়ে বায়পিক তৈরি হচ্ছে। তাঁর নামে জাতীয় পুরুষকার দেওয়া হচ্ছে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে, স্বাধীনতার পচাত্তরে এসে আমরা জানতে পারি এই সংগ্রামী সাহসী নীরানাগীনি কে।

তবে আলোচনা শেষে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, কেন এই বীরাঙ্গনা নারী নীরাকে উপেক্ষিত হতে হয়েছিল? এই স্বাধীন দেশ তাকে কেন মনে রাখেনি! এই দেশ কেন তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেয়নি তাকে! কেনই বা ভারত সরকার তাকে আঁধারের মধ্যে রেখে দিয়েছিল আর কেনই বা এই বীরাঙ্গনা নারী নীরার আত্মত্যাগী জীবন ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পায়নি, কি কারণ ছিল? সাধারণ নারী ছিল বলে! কোনো ক্ষমতার লোভ বা পদের লোভ ছিলনা বলে! নাকি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর একনিষ্ঠ সেনানী ছিল বলে , কেননা আমরা সবাই জানি বীর নেতাজীও হারীয়ে গিয়েছিল রাতের আঁধারে, নীরবে। তবে কিছু গভির প্রশ্ন থেকেই যায়, এই সাহসী, আত্মত্যাগী, দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত সাহসী যোদ্ধা নীরা আর্য কে নিয়ে।পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নীরার যে ভূমিকা তা অনস্বীকার্য তাঁর আত্মবলিদান, আত্মত্যাগকে আমরা ভুলে যেতে পারি না, না জানি কত এই বীরাঙ্গনা নারীরা, নীরা আর্য'র মতো আমাদের কাছে অজানাই থেকে গেছে, আলো আধারীতে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নারীদের নিয়ে এই মাতৃভূমির অগ্নি কন্যা "নীরা" কে নিয়ে, আমরা শেষে বলতেই পারি যে, "Hum

Bharat ke nari hai, Pholl nahin chingari hain", (We are the women of India. We are not flowers, we are sparks of fire). এই বীর অসীম সাহসে সাহসিনী নারী, এই আত্মত্যাগী, বিপ্লবী বীরাঙ্গনা যোদ্ধা আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আজীবন প্রদীপ শিখার মতোন করে।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) "আমার জীবন সংগ্রাম" নীরা আর্য হিন্দি পকেট বই ১৯৬৯।
2) "আজাদ হিন্দ কি পেহিলি জাসুস" মধু ধামা ১৪ই অক্টোবর ২০২১।
3) "First Lady Spy of INA" Tejpal Singha Dhama.
4) amritmahotsav.nic.in 5th june 2023.
5) The Telegraph 2016.
6) অমর উজালা, নীরা আর্য উইকিপিডিয়া, ১৫-০৪-২০২১।
7) আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ জুলাই ২০২৩।
8) Rupa Lyer's Bollywood debut is on India's first women spy before independence by vinay Lokesh 2023.
9) www.indiatims.com 6january 2023.
10) News.abplive.com 5th January 2023.
11) www.aninews.com 22th October 2022.
12) www.thewall.in 5th September 2021.